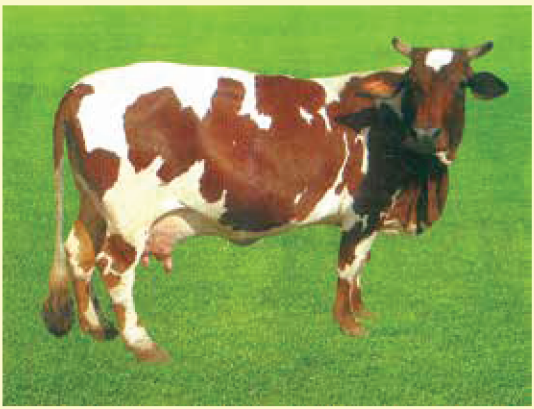

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড
Quality Feeds Limited

হেড অফিস : বাড়ী ১৪, রোড ৭, সেক্টর ৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ওভারসিস: +৮৮-০২-৪১০৯০৩৯০, লোকাল: +৮৮-০৯৬৭৮১১১৫৫৫
Email : info@qfl.com.bd, Web: www.qfl.com.bd
ফ্যাক্টরী: শিরিরচালা, বাঘের বাজার, গাজীপুর
: জামুন্না, শাহজাহানপুর, বগুড়া
: কাথম, নন্দীগ্রাম, বগুড়া

দুগ্ধবতী গাভীর ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

QFL
কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড
Quality Feeds Limited

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অর্থনীতিতে গো-সম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে খামারিরা প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমরা এই নির্দেশিকাটিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী গাভীর খামার ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। আমরা আশা করি এই নির্দেশিকাটি আপনার খামারের সার্বিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

একটি সুস্থ গাভীর লক্ষণ

- পশুটি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সজাগ থাকবে
- চলাফেরা স্বাভাবিক থাকবে
- চোখ, মুখ ও নাক পরিষ্কার থাকবে
- নাকের অগ্রভাগে বিন্দুবিন্দু পানি জমবে
- কান ও লেজ নেড়ে মশা ও মাছি তাড়াবে
- শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে
- খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকবে
- মলমূত্র স্বাভাবিক গন্ধযুক্ত হবে
- গবাদি পশু খাওয়ার পর জাবর কাটবে

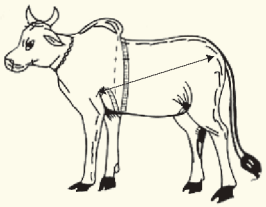

গবাদি পশুর দৈহিক ওজন মাপার পদ্ধতি

$$\text{ওজন} = \frac{\text{দৈর্ঘ্য} \times (\text{বুকের বেড়})^২}{৩০০ \times ২.২} \text{কেজি}$$

পশুর দৈর্ঘ্য - গাভীর লেজের উপরের পিন পয়েন্ট থেকে অথবা পাছার উঁচু হাড় হতে সোল্ডার পয়েন্ট পর্যন্ত ইঞ্চিতে।

বুকের বেড় - সামনের দু'পায়ের ঠিক পিছনের দিক বরাবর বুকের বেড় ইঞ্চিতে।

গাভী নির্বাচন

বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য অধিক উৎপাদনশীল গাভী নির্বাচন করাটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের লাল গরু, পাবনা, মানিকগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার গাভীর সঙ্গে বিদেশী উন্নত জাতের ষাঁড় বা বীজ দ্বারা সংকরায়নের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল গাভীর জাত তৈরি করা যায়। এদের সর্বাধিক দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ক্ষেত্র বিশেষে দিনে ৩০-৩৫ লিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

গবাদি পশুর বাসস্থান

বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হতে হলে গবাদি পশুর জন্য আরামদায়ক ও উপযুক্ত বাসস্থান গড়ে তুলতে হবে। ছোট আকারের খামারের জন্য সাধারণত একটি ঘরই যথেষ্ট। তবে বড় আকারের খামারের জন্য দুগ্ধবতী গাভীর ঘর, গর্ভবতী গাভীর ঘর,

বাছুরের ঘর, খাদ্য গুদাম ঘর এবং খামারের শ্রমিকদের জন্য আলাদা আলাদা ঘর তৈরি করা বাঞ্ছনীয়।

আমাদের দেশীয় গাভীর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা খুবই সীমিত। তথাপি নিয়মিত পরিচর্যা ও সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি দেশীয় গাভী হতে দৈনিক ৫-৭ লিটার দুধ পাওয়া যায়। সাধারণত দুই ধরণের ঘর গবাদি পশুর জন্য নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

ক. উন্মুক্ত ঘর খ. আবদ্ধ ঘর

ক. উন্মুক্ত ঘর ঃ সাধারণত লোহার পাইপ বা শক্ত কাঠ বা বাঁশ দ্বারা ঘেরা আকারে মোটামুটি বড় জায়গা নিয়ে এ ধরণের ঘর তৈরি করা হয়। উন্মুক্ত ঘর আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মানানসই নয়।

খ. আবদ্ধ ঘর ঃ সুষ্ঠভাবে খামার পরিচালনা করার জন্য এ ধরণের ঘর তৈরি করা হয়ে থাকে। দুটি পৃথক সারিতে গবাদি পশুগুলোকে রাখা হয়।

▲ অন্তর্মুখী সারি ▲ বহির্মুখী সারি

অন্তর্মুখী সারি ঃ এক্ষেত্রে গবাদি পশুগুলো পরস্পরের মুখোমুখী অবস্থান করে। খাবারের পাত্র উভয় সারির সম্মুখভাবে থাকে এবং দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে পরিচর্যাকারীর চলাচলের রাস্তা থাকে এবং গাভীর পেছনের দিকে ময়লা আর্বজনার ড্রেন থাকে।

বহির্মুখী সারি ঃ এক্ষেত্রে গবাদি পশু পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান থাকে। খাবার পাত্র বাহিরের দিকে থাকে। পরিচর্যাকারী সারির সামনের অংশে খাবার সরবরাহ করে।

একটি আদর্শ ঘরের পরিমাপ (বহির্মুখী)

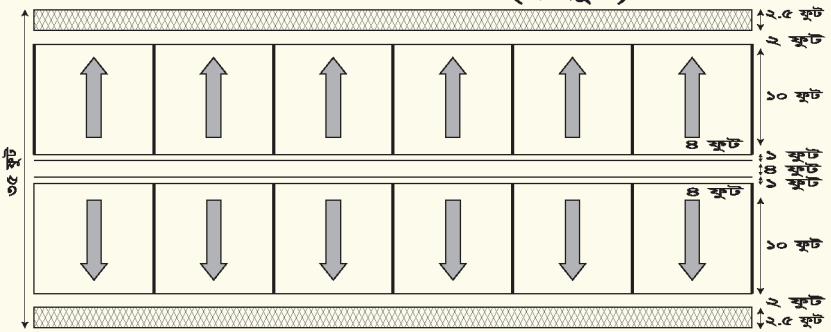

◆ গবাদি পশুর ঘর তৈরি করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া উচিত

- মলমূত্র ও পানি নিষ্কাশনের জন্য সুষ্ঠ ব্যবস্থা থাকতে হবে
- ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- টিনের ছাউনি দিয়ে ছাদ তৈরি করলে এর নীচে অবশ্যই চাটাই অথবা ইসসুলেটর দিতে হবে
- খোলা জায়গা হলে ঘরের কাছে গাছ এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে গাছের ছায়া ঘরের উপর পড়ে
- ঘরের মেঝে যেন পিচ্ছিল না হয় এবং পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মেঝের সামনের দিক হতে পেছনের দিক কিছুটা ঢালু রাখতে হবে

- খামারে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য একটি পানির ট্যাঙ্ক স্থাপন করতে হবে
- সর্বোপরি গবাদি পশুর ঘরটি যেন আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যসম্মত হয় সেদিকে সর্বদাই খেয়াল রাখতে হবে

◆ দুগ্ধবতী গাভীর দৈনন্দিন পরিচর্যা

- প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে খাদ্য প্রদান করতে হবে
- চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে
- গাভীর থাকার স্থান নিয়মিত পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখতে হবে
- গোবর, মূত্র এবং ঘর সংলগ্ন ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে
- প্রতিদিন গাভীকে গোসল করাতে হবে
- খাদ্য সরবরাহের পূর্বে খাদ্যের পাত্র পরিষ্কার করতে হবে
- প্রতি তিন মাস অন্তর-অন্তর ডাক্তারের পরামর্শে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে
- গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলো প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত টিকা দিতে হবে
- প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে দুগ্ধদোহন করতে হবে। সাধারণত দিনে ২/৩ বার দুগ্ধদোহন করা হয়, যদি প্রতিদিন ৩ বার দুগ্ধদোহন করা হয় তবে প্রতিদিন ২ বার দুগ্ধদোহনের তুলনায় একটি লেকটেশান পিরিয়ডে কমপক্ষে ২০০-২৫০ লিটার দুধ বেশি পাওয়া যাবে
- গাভীকে কোনভাবেই বিরক্ত করা যাবে না

◆ ডেইরী ফিড কেন খাওয়াবেন ?

- বাংলাদেশে চারণভূমির অপ্রতুলতা, সবুজ ঘাসের অপর্যাপ্ততা, খাদ্য উপাদান (যেমনঃ খৈল, কুড়া, ভূষি ইত্যাদির) উচ্চমূল্য এবং ভেজাল মিশ্রনের ফলে গবাদি পশু সুষম খাদ্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে খামারিগণ প্রতিনিয়ত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড উপরোক্ত কারণগুলো বিবেচনা করে দেশী ও বিদেশী প্রাণী পুষ্টি বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে সুষম খাদ্য **"দুগ্ধবতী গাভীর ডেইরী প্রিমিয়াম ও ডেইরী পারফর্মেন্স ফিড"** বাজারজাত করে আসছে
- ডেইরী ফিড একটি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন সুষম খাবার যা আপনার গবাদি পশুর শারীরিক যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম
- এই ফিড ব্যবহারে হাতে মিশ্রিত খাদ্য হতে অধিক সুফল পাওয়া যাবে
- এই ফিড ব্যবহারে একটি গবাদি পশু হতে সর্বোচ্চ সুফল পাওয়া সম্ভব
- দৈনিক সরবরাহকৃত হাতে মিশ্রিত খাদ্য হতে ডেইরী ফিড পরিমাণে কম লাগবে, ফলে খামারিগণের খাদ্য খরচ পূর্বের তুলনায় কম হবে কিন্তু দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে

- ডেইরী ফিডে কোন ভেজাল যুক্ত খাদ্য উপাদান ব্যবহৃত হয় না বিধায় পশুর রোগ-ব্যাধি তুলনামূলকভাবে কম হবে
- গবাদি পশুকে অতিরিক্ত ভিটামিন এবং মিনারেল খাওয়াতে হবে না ফলে খাবারের খরচ অনেক কমে যাবে
- এই ফিডে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস সুষম অনুপাতে বিদ্যমান ফলে গাভী বাচ্চা প্রসবকালীন বিভিন্ন জটিলতা হতে মুক্ত থাকবে
- এই ফিডে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং মিনারেল রয়েছে যা পশুকে সার্বিকভাবে সুস্থ ও সবল রাখবে

গাভীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ডেইরী ফিড ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ফল লাভের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে খামারিদের অনুরোধ করা হল–

- **কৃমি মুক্ত করণ ঃ** আপনার গাভীকে কৃমি মুক্ত করার জন্য প্রতি ৩ মাস অন্তর-অন্তর কৃমিনাশক ঔষধ ব্যবহার করবেন। যদি গত ৩ মাসে কোন কৃমিনাশক ব্যবহার না করে থাকেন, তবে ডেইরী ফিড খাওয়ানোর পূর্বেই গাভীকে কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করাবেন। কৃমিনাশক হিসেবে এলবেনডাজল, ট্রাইক্লাবেনডাজল, লিভামিসল ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে । তবে গর্ভাবস্থায় প্রথম ২ মাস এবং প্রসবের পূর্বের ২ মাস কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করানো থেকে বিরত থাকবেন
- **হজম ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ঃ** কৃমিনাশক ব্যবহার করার পর গাভীর হজম ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক ঔষধ ব্যবহার করবেন, যা গাভীর স্বাভাবিক পরিপাকক্রিয়া ফিরিয়ে আনবে
- আপনি যদি বর্তমানে অন্য কোন মিশ্র খাদ্য ব্যবহার করে থাকেন, তবে পর্যায়ক্রমে ধীরে-ধীরে ডেইরী ফিড গরুকে খাওয়াবেন এবং বর্তমানে ব্যবহৃত খাদ্যের পরিমাণ কমাতে থাকবেন এভাবে কমপক্ষে ১০ দিন পরে আপনি আপনার গরুকে ডেইরী ফিড খাওয়াতে সম্পূর্ণভাবে অভ্যস্ত করাবেন
- গাভীর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তার দৈহিক ওজনের শতকরা ১ ভাগ এবং প্রতি কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য ০.৩-০.৫ কেজি হারে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ ২৫০ কেজি ওজনের একটি গাভীর জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণে ডেইরী ফিড খাওয়াতে হবে। গাভীর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ২.৫ কেজি এবং প্রতি লিটার দুধের জন্য ০.৫ কেজি অর্থাৎ একটি গাভী প্রতিদিন যদি ১০ লিটার দুধ দেয় তার জন্য মোট (২.৫ কেজি + ৫ কেজি) ৭.৫ কেজি খাদ্য প্রতিদিন সরবরাহ করতে হবে এবং গাভীকে তার চাহিদা মতো পানি, খড় এবং সবুজ ঘাস খেতে দিতে হবে
- গাভীকে একবারে সর্বোচ্চ ২.৫ কেজি ডেইরী খাদ্য পরিবেশন করবেন। অর্থাৎ যদি একটি গাভীর দৈনিক খাদ্য চাহিদা ৭.৫ কেজি হয়, তবে উক্ত পরিমাণ খাদ্য দিনে ৩ বারে সরবরাহ করবেন

ডেইরী ফিড ব্যবহার ও প্রয়োগ বিধি

	দুগ্ধবতী গাভী ডেইরী প্রিমিয়াম ফিড (পিলেট/ম্যাশ)	দুগ্ধবতী গাভী ডেইরী পারফর্মেন্স ফিড (পিলেট/ম্যাশ)
দৈনিক প্রয়োগ	২-৩ বার	
দৈনিক প্রয়োগ মাত্রা	গাভীর দৈহিক ওজনের শতকরা ১ ভাগ এবং প্রতি কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য ০.৩-০.৫০ কেজি, দিনে সর্বোচ্চ ৮-৯ কেজি	
ব্যবহার কাল	দুগ্ধদান সময়ের প্রথম দিন হতে ১৫০ দিন পর্যন্ত	দুগ্ধদান সময়ের ১৫১ দিন হতে শেষ দিন পর্যন্ত
প্রথমবার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে	কমপক্ষে ১০ দিনে সমন্বয় করে খাওয়াতে হবে, ১ম দিনে নতুন দানাদার খাদ্য ১০% পূর্বের দানাদার খাদ্য ৯০%, ২য় দিনে ২০% ও ৮০%, ৩য় দিনে ৩০% ও ৭০%, ৪র্থ দিনে ৪০% ও ৬০%, ৫ম দিনে ৫০% ও ৫০%, ৬ষ্ঠ দিনে ৬০% ও ৪০%, ৭ম দিনে ৭০% ও ৩০%, ৮ম দিনে ৮০% ও ২০%, ৯ম দিনে ৯০% ও ১০%, ১০ম দিন হতে নতুন খাদ্য ১০০%।	

ডেইরী খাদ্যের উপাদানগত আনুপাতিক বিশ্লেষণ (ড্রাই মেটার ভিত্তিতে)

বিষয়	দুগ্ধবতী গাভী ডেইরী প্রিমিয়াম ফিড (পিলেট/ম্যাশ)	দুগ্ধবতী গাভী ডেইরী পারফর্মেন্স ফিড (পিলেট/ম্যাশ)
আর্দ্রতা (সর্বোচ্চ) %	১১	১১
আমিষ (সর্বনিম্ন) %	২০.৫	১৭.৫
স্নেহ (সর্বনিম্ন) %	৭	৬
ক্যালসিয়াম (সর্বনিম্ন) %	২	১.৯
ফসফরাস (সর্বনিম্ন) %	০.৯	০.৮৫
এনএফই (সর্বনিম্ন) %	৫০	৪৭
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি)	২৯৫০	২৯২৫

ম্যাশ ফিড কেন খাওয়াবেন?

- ম্যাশ ফিডের পুষ্টিমান পিলেট ফিডের তুলনায় বেশি অক্ষুণ্ন থাকে এবং দাম তুলনামূলক কম থাকায় খাদ্য খরচ কম/সাশ্রয়ী হয়
- ম্যাশ ফিড পানিতে না ভিজিয়ে শুকনো অবস্থায় খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়
- গরু যখন ম্যাশ ফিড সরাসরি খায় তখন লালার মাধ্যমে এনজাইম নিঃসৃত হয় যা হজমে সহায়তা করে

সাধারণভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ ডেইরী ফিড খাওয়ালে দুধ উৎপাদন বাড়বে কিনা?

উত্তর ঃ জ্বী দুধের উৎপাদন বাড়বে। এক্ষেত্রে নির্দেশিত পদ্ধতিতে গাভীকে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। দেখুন- খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রশ্ন ঃ গাভীকে গর্ভাবস্থায় কৃমিনাশক খাওয়ানো যাবে কিনা?

উত্তর ঃ গর্ভাবস্থায় কৃমিনাশক খাওয়ানো যাবে। সাধারণত প্রতি ৩ মাস অন্তর-অন্তর গাভীকে কৃমিনাশক খাওয়ানো প্রয়োজন। তবে গর্ভাবস্থায় প্রথম ২ মাস এবং শেষের ২ মাস গাভীকে কোন কৃমিনাশক খাওয়ানো যাবে না। দেখুন-খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রশ্ন ঃ ডেইরী ফিড খাওয়ানোর পাশাপাশি গরুকে অন্য কোন দানাদার/মিশ্র খাদ্য খাওয়ানোর প্রয়োজন আছে কিনা ?

উত্তর ঃ না, ডেইরী ফিডে গরুর প্রয়োজনীয় সকল উপাদান সুষমভাবে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং গরুকে অন্য কোন ধরণের দানাদার/মিশ্র খাদ্য খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। দেখুন- খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ

প্রশ্ন ঃ ডেইরী ফিড খাওয়ানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত ভিটামিন ও মিনারেল খাওয়ানো দরকার কিনা?

উত্তর ঃ না, যেহেতু ডেইরী ফিডে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে। সেহেতু অতিরিক্ত ভিটামিন ও মিনারেলের কোন প্রয়োজন নেই। দেখুন- খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ

প্রশ্ন ঃ ডেইরী ফিডের পাশাপাশি সবুজ ঘাস ও খড় খাওয়াতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ ডেইরী ফিডের পাশাপাশি গরুকে অবশ্যই খড় ও সবুজ ঘাস খাওয়াতে হবে। তবে ঘাস/খড়ের কোন ঘাটতি থাকলে আমাদের টেকনিক্যাল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ডেইরী ফিডের দৈনন্দিন প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ কিছুটা বাড়াতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ডেইরী ফিড সারা বছর পাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর ঃ অবশ্যই, সারা বছর আপনি ডেইরী ফিড পাবেন।

প্রশ্ন ঃ ডেইরী ফিড কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে?

উত্তর ঃ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় ও থানায় কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এর ডিলার রয়েছে। আপনার নিকটস্থ ডিলার এর কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে ডেইরী ফিড সংগ্রহ করতে পারবেন। যদি আপনার এলাকায় কোন ডিলার না থাকে, তবে হেড অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল। দেখুন- হেড অফিসের ঠিকানা

প্রশ্ন ঃ ডেইরী ফিড দুধের ফ্যাট বাড়তে সাহায্য করবে কিনা?

উত্তর ঃ জ্বী ডেইরী ফিড ব্যবহারে দুধের ফ্যাট বাড়বে।

প্রশ্ন ঃ ডেইরী ফিড দৈনিক কতবারে সরবরাহ করতে হবে?

উত্তর ঃ ডেইরী ফিড গরুর চাহিদা অনুযায়ী একবারে পুরোটা না দিয়ে দিনে ২/৩ বারে দিতে হবে। দেখুন- খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রশ্ন ঃ ডেইরী ফিড ব্যবহার করে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে সেটা দীর্ঘদিন সেই মাত্রায় থাকবে কিনা ?

উত্তর ঃ জ্বী ডেইরী ফিড ব্যবহারে গাভীর উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ পরিমাণে দুধ পাওয়া যাবে এবং নির্দেশিত মাত্রায় খাদ্য সরবরাহ করলে একটি ল্যাকটেটিং পিরিয়ডে পূর্ণ মাত্রায় দুধ পাওয়া যাবে।

পরিশেষে খামারি ভাইদের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে, আপনি যদি আপনার খামারকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চান, তাহলে আমাদের উৎপাদিত ডেইরী ফিড সরবরাহ নিশ্চিত করুন। আমাদের উৎপাদিত খাদ্য ব্যবহার করলে আপনার খামারের গরুর স্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি যথা সময়ে হিটে আসবে, গর্ভধারণ করবে এবং উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ পরিমাণ দুধ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করবে।

আপনার খামার সম্পর্কিত যে কোন পরামর্শের জন্য নিকটস্থ কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এর আঞ্চলিক অফিসে যোগাযোগ করুন। আপনার গাভীটি অসুস্থ হলে অবশ্যই নিকটস্থ পশু হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা করাবেন। আমরা আপনার খামারের সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।